প্রশ্ন- ১৩ ঃ ইবনে সামছ উক্ত সংখ্যায় ১৩নং দাবী করেছে- *"দরগাহ্ বা মাযারে ওরশ উপলক্ষে যে গান-বাজনা হয় এবং ঢোল-তবল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়ে থাকে- তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। ওরশ উপলক্ষে এবং অন্যান্য সময় মাযারের উপর চাদর টানানো মাকরূহ"*। তার এই কথা কতটুকু সত্য?

ফতোয়া ঃ ইবনে সামছ উরসকে হারাম বলেন নি- বরং উর্স উপলক্ষে গান-বাদ্য, ঢোল-তবলা ইত্যাদিকে হারাম বলেছেন। এতে বুঝা যায়, অন্য সময় গানবাদ্য বা ঢোল-তবলা বাজানো জায়েয। তার কথা মোটেই সত্য নয়। গানবাদ্য উরসে হোক বা যেকোন সময় হোক- তা হারাম। **কিন্তু তাদের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ্ সাহেব তার "হাফ্ত মাছআলায়" বলেছেন- "ছামা জায়েয- চাই বাদ্য ছাড়া হোক- কিংবা বাদ্যযন্ত্র সহ হোক"**। এখন তিনিই বলুন- দেওবন্দীদের পীর হাজী সাহেব উক্ত ফতোয়া দিয়ে হারাম কাজ করেছেন কিনা?

এখন রইলো মাযারে চাদর লটকানোর বিষয়। নিঃসন্দেহে চাঁদর চড়ানো জায়েয।

১ম প্রমাণ ঃ মিশরের বিখ্যাত মুফতী আল্লামা আবদুল কাদির (রহঃ) তাঁর "তাহ্রীরুল মোখতার" কিতাবের ১ম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

وَضْعُ السُّتُوْرِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلٰى قُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ اَمْرٌ جَائِزٌ اِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذٰلِكَ التَّعْظِيْمُ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ حَتّٰى لَايَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ-

অর্থাৎ- **"উলামা, বুযুর্গ ও আউলিয়ায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা জনগণের কাছে তুলে ধরার নিয়তে এবং লোকেরা যেন উক্ত অলীকে হীন মনে না করে-**

www.sunnibarta.com

এই উদ্দেশ্যে তাঁদের মাযার শামিয়ানা, পাগড়ী বা গিলাফ দ্বারা আবৃত করা শরীয়ত মোতাবেক জায়েয"। (তাহ্‌রীরুল মোখতার)

২য় প্রমাণ ঃ ফতোয়ায়ে শামী ৫ম খন্ড "লেবাছ" অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ২৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

كَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَضْعَ السُّتُوْرِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلَى قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ وَالْاَوْلِيَاءِ- قَالَ فِيْ فَتَاوَى الْحُجَّةِ وَتُكْرَهُ السُّتُوْرِ عَلَى الْقُبُوْرِ- وَلٰكِنْ نَحْنُ نَقُوْلُ الْاٰنَ اِذَاقُصِدَ بِهِ التَّعْظِيْمُ فِيْ عُيُوْنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَايَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلِجَلْبِ الْخُشُوْعِ وَالْاَدَبِ لِلْغَافِلِيْنَ الزَّائِرِيْنَ فَهُوَ جَائِزٌ- لِاَنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ -

অর্থাৎ- "বুযুর্গানেদ্বীন ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারের উপর সামিয়ানা, পাগড়ী ও গিলাফ চড়ানোকে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ মাকরূহ বলেছেন। যেমন- ফতোয়ায়ে হাজ্‌জায় কবরের উপর সামিয়ানা চড়ানোকে মাক্‌রূহ বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা বর্তমানকালের মুতাআখখিরীন ফকিহ্‌গণের সর্বশেষ চুড়ান্ত ফতোয়া হলো- মাযারে সামিয়ানা, পাগড়ী বা গিলাফ চড়ানোর উদ্দেশ্য যদি জনগণের দৃষ্টিতে মাযারবাসীর সম্মান প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে- যাতে তারা কবরবাসীকে হীনজ্ঞান না করে এবং অসতর্ক গাফেল যিয়ারতকারীদের মনে আদব ও নম্রতা সৃষ্টি হয়- তাহলে উহা জায়েয। কেননা, আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল"। (ফতোয়া শামী)।

এতে বুঝা গেলো- সর্বশেষ ফতোয়া হলো- অলী-আল্লাহ্‌গণের সম্মান ও আদব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সামিয়ানা ও গিলাফ চড়ানো জায়েয। ওহাবীরা ফতোয়া অনুসন্ধান না করেই নবী ও অলীগণের বিরূদ্ধে দেওবন্দী নজদী গীত গেয়ে চলেছেন। শতবার এসব মাছায়েল প্রচার করা হয়েছে- কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে তারা সউদী পেট্রো ডলারের লোভে তাদের পক্ষে অন্ধের মত প্রচারনা চালিয়েই যাচ্ছে।

www.sunnibarta.com